Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-IV, July 2024, Page No.101-108
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মন্মথ রায়ের ‘কারাগার’ সমকালীন সময়ের দর্পণ

জুনুন আকতার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ কলেজ ফর উইমেন, কলকাতা, ভারত

Abstract:

Versatile genius Manmath Ray composed plays of various genres. A notable genre among these is patriotic drama in a mythological setting. The notable drama of this period is ‘Karagar’. The drama that inspired the countrymen to break the iron bars of the prison and bring freedom was the ‘Karagar’.

In the five-act drama had been written ‘Karagar’ in a particular political context, Gandhiji started the civil disobedience movement by breaking the salt satyagraha in the 6th April 1930. The movement spread across the country. Gandhiji was imprisoned on 5th May. Gandhi’s imprisonment intensified the movement. Great freedom fighters of the country were imprisoned by the British government. Manmath Ray had written the drama ‘Karagar’ in this political context within 14th days.

The story of ‘Karagar’ darama has been taken from mythology, It is not a proper mythical drama. It was not possible to write a play with a direct political statement in subjugated India, so the dramatist highlighted the anti-Britishness of the subjugated Indians under the guise of the myth of Krishna’s slaying of Kansa.

My point of discussion is how the dramatist portrays the picture of contemporary India within the framework of mythology and this play in today’s context.

Keywords: Karagar, Civil disobedience movement, Mahatma Gandhi, Mythology, Freedom, Krishna, Kansa.

“কারার ওই লৌহকপাট
ভেঙে ফেল কররে লোপাট
রক্ত জমাট শিকল পজোর পাষাণ বেদী”

কারাগারের লৌহকপাট ভেঙে লোপাট করে দিয়ে স্বাধীনতা আনয়নের জন্য স্বদেশবাসীকে সর্বতোভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল যে নাটকটি সেটি হল মন্মথ রায়ের ‘কারাগার’। মন্মথ রায়ের বাবা এবং মা দুজনেই ছিলেন খ্যাতনামা নাট্যব্যক্তিত্ব এবং প্রগতিশীল চিন্তার আধিকারী। ফলত পারিবারিক সূত্রে অল্পবয়স থেকেই প্রতিবাদী সত্তার অধিকারি হয়ে উঠেছিলেন তিনি। স্বদেশের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসায় স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর রচিত নাটক গুলির মধ্যে স্বদেশচিন্তা, দেশাত্মবোধ, প্রগতিমূলক চিন্তা ও আদর্শের রুপায়ান করে গেছেন। এমনকি কৃষক শ্রমিক শ্রেণির মানুষও তাঁর নাটকে প্রধান চরিত্র হিসাবে উঠে এসেছে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও স্বাধীনতা পরবর্তী

ভারতবর্ষ এবং একই সঙ্গে বাংলার মহাজন, জমিদার, মিলমালিক,অসাধু ব্যাবসায়ী শ্রেণির অমানুষিক শোষণ ও প্রবঞ্চনা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নাটকে। সমাজ কল্যাণময় ও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় স্পষ্ট হয়েছে তাঁর নাটকে। অজিত কুমার ঘোষ তাঁর নাটক সম্বন্ধে বলেছেন,---

> "তিনি কখনও আঘাতে কঠোর, কখনও বা ভবিষ্যতের সোনালী স্বপ্নে বিভোর, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য সর্বত্র এক সমাজের পরিপূর্ণ মুক্তি ও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ।"

প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন মন্মথ রায়। নাট্যকার উৎপল দত্ত এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, ---

> "এ ভাবে নবনাট্য আন্দোলনকে উদ্বুদ্ধ করতে আর কেউ পেরেছেন বলে জানা নেই। বিশেষ করে আপনার 'আজবদেশ' তথাকথিত সকল লেখকদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় প্রগতিশীল নাটক কাকে বলে।"

মন্মথ রায়ের প্রথম নাটক 'রানি দুর্গাবতী'। তাঁর লেখা প্রথম অভিনীত নাটক 'বঙ্গে মুসলমান'। আলাউদ্দিন খিলজির বঙ্গ বিজয়ের ঘটনা অবলম্বনে লেখা নাটকটির মূল সুর 'দেশপ্রেম'। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মন্মথ রায় বিভিন্ন ধারার নাটক রচনা করেছেন। তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ধারা হল পৌরাণিক বাতাবরণে স্বদেশপ্রেম মূলক নাটক। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য নাটক হল 'চাঁদসদাগর'। এই নাটকে নাট্যকার সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তী নাটক 'দেবাসুর'-এ নাট্যকার পৌরাণিক পটভূমিকে আশ্রয় করে রাজনৈতিক চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। বৃত্রাসুরের কাছে পরাজিত হয় ইন্দ্র। এরপর দধীচি মুনি নিজের প্রাণ বিসর্জন দেন এবং তাঁর অস্থি দিয়ে তৈরি হয় বজ্র। দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা নির্মিত বজ্রে বৃত্রাসুরকে বধ করে স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন ইন্দ্র। এই কাহিনীর রূপকে আসলে নাট্যকার পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে,দেশমাতৃকার মুক্তি সাধনে স্বদেশবাসীকে আত্মত্যাগে উদবুদ্ধ করেছেন। এরপর লিখেছেন 'কারাগার'। মন্মথ রায়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দেশাত্মবোধক পৌরাণিক নাটক 'কারাগার'। 'কারাগার' নাটকে নাট্যকার পৌরাণিক ভাবনার সঙ্গে সমকালীন চিন্তার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন।

এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে পঞ্চমাঙ্ক বিশিষ্ট 'কারাগার' নাটকটি রচনা করেছেন নাট্যকার। ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ গান্ধীজি সবরমতী আশ্রম থেকে ডান্ডি অভিযান শুরু করেন। এবং সবরমতী আশ্রম থেকে ২৪০ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে ২৪ দিন পর ডান্ডিতে এসে সমুদ্রের জল থেকে বিনা করে লবণ তৈরি করে লবণ আইন ভঙ্গ করেন। ৬ই এপ্রিল সকাল সাড়ে ছটায় লবণ আইন ভঙ্গের মধ্য দিয়ে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলেন গান্ধিজি। দেশ জুড়ে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ৫ই মে গান্ধিজি কারারুদ্ধ হন। গান্ধিজির কারাবরণে আন্দোলন আরও তীব্রতর হয়ে ওঠে। গোটা দেশে জনগণ এত ব্যাপক ভাবে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন যার তুলনা ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে পাওয়া কঠিন।জহরলাল নেহেরু থেকে শুরু করে দেশের তাবড় তাবড় স্বাধীনতা সংগ্রামীকে ব্রিটিশ সরকার কারারুদ্ধ করে। কারাগার তখন হয়ে উঠেছে পুণ্যতীর্থ। এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে চৌদ্দ দিনের বাতাবরণে মন্মথ রায় রচনা করেন 'কারাগার' নাটকটি।

'কারাগার' নাটকের কাহিনী নেওয়া হয়েছে পুরাণ থেকে। পুরাণ কাহিনীতে আমরা দেখি কংসের অত্যাচারে পৃথিবী জর্জরিত। কংস জানত সে অমিত শক্তির অধিকারী। তার বিনাশ কখনোই সম্ভব নয়। কিন্তু একটি দৈববাণী তাঁর আত্মবিশ্বাসে ফাটল ধরায় সেটি হল -
"দেবকী নন্দন হতে কংস নিধন।"

ভীতগ্রস্ত কংস এই দৈববাণীকে মিথ্যে প্রমাণ করে দেওয়ার জন্য কারাগার নির্মাণ করেন এবং দেবকী ও বসুদেবকে কারারুদ্ধ করেন। শুধু তাই নয় তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা সকল যাদবদেরই কারারুদ্ধ করা হয়। সশস্ত্র প্রহরী দ্বারা পরিবেষ্টিত বসুদেব, দেবকী। কিন্তু এত সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও আমরা জানি কারাগারেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন এবং কংসের বিনাশ ঘটিয়ে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই কাহিনীই আমারা দেখি 'কারাগার' নাটকে। নাটকে দেখি যদুবংশীয় রাজা শূরসেনের কাছ থেকে অন্যায় ভাবে রাজদণ্ড কেড়ে নিয়ে তাঁকে রাজক্ষমতা থেকে চ্যুত করে সেই ক্ষমতা দখল করে বসে উগ্রসেন। এই ভাবে যাদব রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে ভোজ -রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন উগ্রসেন। এরপর উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র কংস বৃদ্ধ পিতা উগ্রসেনকে বন্দি করে মথুরার রাজা হয়ে বসেন। এবং চরম অত্যাচারে পীড়িত করতে থাকে যাদবদের। নিপীড়িত যাদবদের কাতর প্রার্থনায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান হিসাবে কংস নির্মিত কারাগারে জন্মগ্রহণ করেন, কংসের বিনাশ ঘটিয়ে যাদবদের মুক্তির জন্য। ' কারাগার' নাটকের এই পৌরাণিক 'কাঠামোর মধ্যেই নাট্যকার সমকালীন ভারতবর্ষের ছবিকে তুলে ধরেছেন। আসলে পরাধীন ভারতবর্ষে সরাসরি রাজনৈতিক বক্তব্য মূলক নাটক লেখা সম্ভব ছিল না। তাই পুরাণের কৃষ্ণ কর্তৃক কংস বধের কাহিনীর আবরণে নাট্যকার জানিয়েছেন ব্রিটিশ এবং পরাধীন ভারতবাসীর বিরোধ কথাই। এ প্রসঙ্গেই নাট্যকার নিজেই জানিয়েছেন, ---

> "দেশে তখন রাজ শক্তির বিরুদ্ধে মহাত্মাগান্ধীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন চলছিল। দলে দলে লোক কারাবরণ করছিল। মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশও ছিল তাই।এ পটভূমিকায় মহাভারতে বর্ণিত কংস কারাগারের কথা আমার মনে এসেছিল। যে কারাগারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল সেই কারাগারেই আজ উদিত হবে আমাদের জাতীয় জীবনের স্বাধীনতার সূর্য।"

এখন আমরা দেখব কীভাবে পৌরাণিক বাতাবরণে সমকালীন ভারতবর্ষের ছবি উঠে এসেছে নাটকে। 'কারাগার' নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে দুই প্রধান প্রতিপক্ষ। এক দিকে প্রবল শক্তিধর অত্যাচারী রাজা কংস অন্যদিকে যাদবদের আশ্রয় দাতা বসুদেব এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন যদুকুল।

কংসের রূপকে নাট্যকার সমকালীন ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসকের অত্যাচারের ভয়াবহতাকে তুলে ধরেছেন। মথুরানগরী পরাধীন ভারতবর্ষের খণ্ড চিত্র। আর মথুরার অধিবাসীরা যেন অত্যাচারিত, নিপীড়িত ভারতবর্ষের জনগণ। কংস চরিত্র অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকের প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে প্রথম যাদবকে বলতে শুনি ,---

> "সে ঘোষণা করিয়েছে রাজ্যের যত পূজা সব রাজার প্রাপ্য, দেবতার নয়। রাজ্যে রাজার পূজা ভিন্ন দেবতার পূজা নিষেধ।"

কংসের এই ঔদ্ধত্য আসলে ব্রিটিশ সরকারের ঔদ্ধত্য।ইংরেজ রাজত্বে শাসক ইংরেজের বন্দনা ছাড়া আর সবকিছু ছিল নিষিদ্ধ।প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর দমিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা দম্ভী , অত্যাচারী কংসের যেমন বিনাশ হয়েছে তেমনি পতন হবে অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকারের। দেশমাতৃকা শৃঙ্খল মুক্ত হবে এই ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নাটকের মধ্যে। অন্যদিকে বসুদেব চরিত্রে গান্ধীজির ছায়া পড়েছে। অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী বসুদেব নিজের যোগ্যতার দ্বারা রাজক্ষমতা অর্জন করতে চেয়েছে। নাটকের প্রথম অঙ্কে উগ্রসেন বসুদেবকে রাজমুকুট অর্পণ করতে চাইলে বসুদেব বলেছে, ---

> "এ দান গ্রহণে আমি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। আমি জানি, দান গ্রহণে কখনো স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা হয় না। আমরা রাজ্যচ্যুত ... অত্যাচারিত ... উৎপীড়িত, কিন্তু... ভিক্ষুক নই।আমাদের কোন আবেদন নাই -- আমরা শক্তি- সাধনা করছি ... সেই শক্তি ...যা এই অত্যাচার - উৎপীড়ন দমন করতে পারে...যা আমাদের হৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার করতে পারে। সেই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ঐ রাজমুকুট অর্জন করব ...ভিক্ষা করে নয়, দান গ্রহণেও নয়।"

অত্যাচারী যত পরক্রমশালীই হোক না কেন অত্যাচারিতের সম্মিলিত প্রতিরোধের কাছে যে সে মাথা নত করতে বাধ্য এই সত্য বসুদেবের কথায় স্পষ্ট হয়েছে।

কঙ্কন ও কঙ্কা দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের ব্রতে দীক্ষিত তরুণ প্রজন্ম বা যুব শক্তির প্রতীক। কঙ্কা প্রতিবাদী নারী চরিত্র। কংসের বশ্যতা স্বীকার করতে চায়নি সে। আর তাই শাসকের নির্দেশে অঙ্গুলি ছেদন করা হয় তার। এই ঘটনায় প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়ে কঙ্কণ---

> "শয়তান [তাহার চোখে আগুন জ্বলিতে লাগিল] কিন্তু বৃথা-ব্যর্থ হবে তোমার এই অত্যাচার। যখন দেখি দুর্বলের ওপর, নারী যে নারী, তারি ওপর প্রবল অত্যাচার করতে নিতান্ত ব্যগ্র তখনি বুঝি তার সত্যকার শক্তি লুপ্ত হয়েছে, রয়েছে শুধু তার শেষ সম্বল -ঐ পাশবিকতা।"

চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে কংসকে উদ্দেশ্য করে কঙ্কণ বলেছে ,---

> "আজ চাই কারা- বন্ধন। এই নাও লৌহশৃঙ্খল [নিক্ষেপ] ঐ লৌহশৃঙ্খলে আমাদের শৃঙ্খলিত কর শৃঙ্খলিত করে প্রেরণ কর তোমার সেই কারাগারে যেখানে আমাদের আত্মীয় - স্বজন, ভাই বন্ধু, সকলে, একসঙ্গে সকল অত্যাচারের সব কঠোরতা তুচ্ছ করে, হাসিমুখে জগতে ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সেই অনাগত দেবতার জন্ম প্রতীক্ষায় তপস্যা করছে! একের মুক্তি নয়, মুক্তি হব সবাই...একদিনে...এক সঙ্গে !"

কংসের অত্যাচারে জর্জরিত যাদবরা আসলে ইংরেজ পীড়িত পরাধীন ভারতবাসী।নাটকের প্রথম অঙ্কে প্রথম যাদবের সংলাপ ---

> "আমরা নির্যাতিত, উৎপীড়িত, নিঃসহায় যাদব। আপনার পিতা মহামতি শূরসেনের হাত থেকে যেদিন দুরাত্মা উগ্রসেন রাজদণ্ড কেড়ে নিয়ে মথুরায় ভোজবংশের আধিপত্য স্থাপন করল, সেই দিন থেকে যদুকুলের এই দুর্দশা।"

আসলে যেদিন "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে" সেদিন থেকেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত। শাসক হয়েছে ইংরেজ ,আর সেদিন থেকেই শাসক ইংরেজের অত্যাচার আর পীড়নে জর্জরিত

ভারতবাসী। সেই কথাই বলা হয়েছে কংসের অত্যাচারে জর্জরিত যাদবদের সংলাপের রূপকে। নরক বিদুরথ যাদব হয়েও কংসের অনুচর। কংসের সেনাপতি। এদের নেতৃত্বাধীন কিছু যাদবদের দ্বারা কংস তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী যাদবদের উপরে অত্যাচার নামিয়ে এনে তাদের দমন করবার চেষ্টা করেছে। ঠিক যেমন ভাবে এক শ্রেণির ভারতবাসী ব্রিটিশের পদলেহন করেছে। এবং ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন টিকিয়ে রাখতে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নরককে বলতে শুনি ,---

> "যদুবংশের মধ্যে যারা প্রভুর দাসত্ব - গৌরব বরণ করেছে, তাদের প্রধান গুণই এই যে তারা যেন প্রভুর পায়ের পাদুকা,পায়ে দেওয়াও চলে, আবার পা থেকে খুলে নিয়ে বিদ্রোহী অবাধ্য যাদনগণের পিঠে মারাও চলে ...সর্ব অবস্থাতেই সমান নির্বিকার !"

স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানকারী নারী শক্তির রূপকে চন্দনার মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন নাট্যকার। চন্দনা কংসপুরীতে প্রবেশ করে কংসের দুর্বলতা গুলি খুঁজে বার করেছে। যাদব পল্লীতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে যাদবদের ঘুম ভাঙাতে চেয়েছে। এই ভাবে সে মর্ত্যে ভগবানের আগমনকে ত্বরান্বিত করে অত্যাচার মুক্ত পৃথিবী গড়ার কাজে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটিশ রাজ উৎখাতে নারীর সক্রিয় ভূমিকাকে চন্দনার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার।

শতশত বিপ্লবী সন্তানের জননীর প্রতিনিধি হিসাবে নাট্যকার চিত্রিত করেছেন রঞ্জনের মাতা অঞ্জনা চরিত্রটি। অঞ্জনা স্বাধীনতা সংগ্রামী জ্যেষ্ঠ পুত্র কঙ্কণকে বাঁচানোর জন্য দুধের সন্তান রঞ্জনকে বুকের দুধ থেকে বঞ্চিত করে মৃত্যু মুখে ঠেলে দিয়েছে। আর সেই মাতৃদুগ্ধে প্রাণ পেয়ে অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটাতে তৎপর হয়েছে কঙ্কণ। দেশের স্বাধীনতা আনায়নে এই ভাবে আত্মত্যাগ করেছে অঞ্জনার মতো বীর জননীরা।

সমকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে নাটকের গান গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গান গুলি রচনা করেছেন হেমেন্দ্র কুমার রায় এবং নজরুল ইসলাম। ধরিত্রীর গান গুলি রচনা করেছেন নজরুল ইসলাম। অধিকাংশ গানে কংসের অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য ভগবানকে মর্ত্যে অবতরণের আহ্বান জানানো হয়েছে। এবং ভগবানের আবির্ভাবে অশুভ শক্তির বিনাশ ও শুভ শক্তির প্রতিষ্ঠা হবে এই ইঙ্গিত ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু এই পৌরাণিক মোড়ক সরালেই স্পষ্ট হয় সমকালীন রাজনৈতিক ভাবনা। গানগুলি সমসাময়িক ভারতবর্ষের মুখ হয়ে উঠেছে। পরাধীন ভারত মাতার ক্রন্দন ধ্বনি শোনা গেছে ধরিত্রীর কণ্ঠে, ---

> "কারা পাষাণ ভেদি জাগো নারায়ণ ।
> কাঁদিছে বেদীতলে আর্ত জনগণ,
> বন্ধ- ছেদন জাগো নারায়ণ ।।"

ধরিত্রীর এই গানটিতে পরাধীন ভারতবাসীর অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হওয়ার করুণ চিত্র স্পষ্ট।
চন্দনার কণ্ঠে গীত অপর একটি গান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ -----

> "দুষ্কৃতি- বিনাশায় যুগ -যুগ সম্ভব,
> অধর্ম নিধনে এস অবতার নব,
> আবিরাবির্ম ঐ ওঠে রব--
> জাগৃহি ভগবন, জাগৃতি ভগবন ।।"

দুষ্কৃতির বিনাশ ঘটিয়ে ধর্ম প্রতিস্থাপনের মধ্য দিয়ে নাট্যকার পরাধীনতার গ্লানি হতে দেশবাসীকে মুক্ত করবার জন্যে দেশ নেতাদের আহ্বান জানিয়েছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্বুদ্ধ করেছেন ব্রিটিশ রাজের অবসান ঘটাতে। এই ভাবে ' কারাগার' নাটকের সংগীত হয়ে উঠেছে সমকালীন সময়ের দর্পণ।

'কারাগার' নাটকের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র দেবকী। দেবকী সেই জননী যিনি ক্ষমতাদম্ভী, অত্যাচারিত শক্তির কাছে নিজের সন্তানদের বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছে কিন্তু পরাজয়য় স্বীকার করেননি ।বরং অত্যাচারের বিনাশ ঘটাতে স্বয়ং ভগবানের জন্ম দিয়েছেন।
নাটকের একেবারে শেষ অঙ্কে অর্থাৎ পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে বা শেষ দৃশ্যে দেবকী বলেছেন,---

> "কারাগারে আজ দেশের যত ধর্মাত্মা, যত পুণ্যাত্মা, যত মহাত্মা . কারাগারে আজ ভগবান স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেছেন --- কারাগার আজ পুণ্য-তীর্থ! কারাগার আজ স্বর্গ।"

সমকালীন রাজনৈতিক সত্য উদঘাটিত দেবকীর সংলাপে। কংসের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে যেমন তার বিনাশকারী শক্তির আগমন ঘটেছে। ঠিক তেমনি ব্রিটিশ সরকারের সমস্ত প্রকার দমন পীড়ন ও অত্যাচার ব্যর্থ করে দিয়ে কারাগারের আগল ভেঙে দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন হবে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই এই সত্য স্পষ্ট হয়েছে 'কারাগার' নাটকে। আর এখানেই নাটকটির শিল্পমুল্য। তবে নাটকটির মধ্যে থাকা ব্রিটিশ বিরোধীতা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মনে নাটকটি যে অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল ব্রিটিশের কাছে তা গোপন থাকেনি। আর সে কারণেই নাটকটির উপরে নেমে আসে নিষেধাজ্ঞা।

নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় ১৯৩০ সালের ২৪শে ডিসেম্বর। মনোমোহন থিয়েটারে। প্রথম অভিনয়েই দেশবাসীর মনে ব্যাপক উদ্দীপনা সঞ্চার করে নাটকটি। দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে জনতা। এই ঘটনা ব্রিটিশের মনে ভীতির সঞ্চার করে। এবং রাজদ্রোহের অভিযোগ এনে নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। সরকারি নির্দেশে বলা হয় যে, ---

দেশের বিধিসম্মত্ত সরকারের বিরুদ্ধে নাটকটি বিরাগ ও অসন্তোষ জাগিয়ে তুলতে পারে। সেজন্য ১৮৭৬-এর নাট্যনিয়ন্ত্রন আইন প্রয়োগ করে 'কারাগার' এর অভিনয় নিষিদ্ধ করা হয়। ২রা ফেব্রুয়ারি নাটকটির অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। সমকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে 'কারাগার' নাটকটি কতটা প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা সেই সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে আমরা জানতে পারি। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি মন্তব্য ---

> "এই হতভাগ্য পরশাসিত দেশে সবই সম্ভবপর। 'কারাগার' একখানি পৌরাণিক নাটক। দ্বাপরের অত্যাচারী মথুরার রাজা কংসের কাহিনি অবলম্বন করিয়া লিখিত। বাঙ্গলার গভর্নমেন্টের কর্তারা ইহার অভিনয়ে এমন কি আপত্তির কারণ দেখিতে পাইলেন? অথবা দ্বাপর যুগের 'কারাগারের'সঙ্গে এই কলিযুগের কারাগারের সাদৃশ্য অনুভব করিয়াই কি তাহারা আতঙ্কগ্রস্থ হইয়া উঠিয়াছেন।"

"কারাগার যেমন পৌরাণিক তেমনি রূপক নাটকও বটে। রূপকের মোড়ক সরিয়ে দিলে স্পষ্টই বোঝা যায় কংসের কারাগার নয় – অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের কারাগার। সেই কারণে ১৯৩১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি নাটকটির অষ্টাদশ অভিনয়ের পর ব্রিটিশ সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করে অভিনয় বন্ধ করে দেয়।"

'কারাগার নাটকের অভিনয় বন্ধে সরকারি নির্দেশনামা। ---

The Government of Bengal

POLITICAL DEPARTMENT

POLITICAL BRANCH

Order

Calcutta the 4th February 1931.

Whereas it appears to the Gvernment-in Council that the play entitled "karagar" by Manmatha Ray,M.A, printed by him at the Sree-Gouranga Press at No.. 71/1 Mirzapur Bhaban, Balurghat, (Dinajpur), which has been performed at the Monomohan Theatre, Calcutta ,is likely to excite feelings of disaffection towards the Government established by law in British India.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the dramatic performances Act, 1876, (XII of 1876), the Governor in-Council hereby prohibits the performance of the said play in any public place.

By order of the Governor-in-Council,

Sd./-R.N.Reid.

Offg. Chief Secretary to

The Government of Bengal

An extract from

ADVANCE

March 6th, 1931, Dak,

Bengal Council

3rd March 1931.

"Karagar" show prohibited.

While admitting that the Bengali drama,"Karagar",or prison which was staged for some days at Monomohan Theatre, was a mythological one the Hon Mr.W.D.R.prentice told Dr.N.C Sen Gupta that the Government had prohibited the further performance of the play on the advice of their legal advisers as it was likely to excite feelings of disaffection towords Government.

The Home Member added that ostensibly the play did not relate to present -day politics, but actually its bearing on present day politics was beyond doubt.

এই সকল মন্তব্য থেকে একথা বলতেই হয় যে, সমকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে 'কারাগার' নাটকের গুরুত্ব যেমন অপরিসীম ছিল তেমনি নাটকটি আজও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক। আজকের দিনেও যখন

অন্যায়,অত্যাচার আর নিপীড়নের কারাগারে আমরা বন্দি হয়ে পড়ি তখন কারাগারের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে প্রেরণা যোগায় মন্মথ রায়ের নাটক 'কারাগার'। আর এখানেই নাটকটির মুল্য সর্বকালীন।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. গোস্বামী, ড. সনাতন (সম্পাদিত), নাট্যকার মন্মথ রায়ঃ স্মরণ ও মনন, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ২০০৮,

২. ঘোষ, ড. অজিতকুমার, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং,পঞ্চম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর।

৩. দাস, সুভাস কাজল, বাঙাল শতক, বাঙাল- ঘটি যুগলবন্দি! দু'দল দ্বন্দ্বী করুক সন্ধি ! লালমাটি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা, ২০২৪

৪. সরকার, সুধীর চন্দ্র, 'পৌরাণিক অভিধান' এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি, কলকাতা, নবম সংস্করণঃ পৌষ ১৪১২।

৫. চন্দ্র, ড. দীপক, 'বাংলা নাটকে আধুনিকতা গণচেতনা 'দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৫ ডিসেম্বর ১৯৮৪, তৃতীয় সংস্করণঃ নভেম্বর ২০০৯, অগ্রহায়ণ ১৪১৬।

৬. রায়, মন্মথ, 'কারাগার ও রাজপুরী', পরিবেশকঃ এস চক্রবর্তী অ্যান্ড সন্স, কলকাতা , শুভ অক্ষয় তৃতীয়া ,২৬ বৈশাখ ১৪০৪, ৯ই মে,১৯৯৭।

৭. রাহা, কিরণময়, অনুবাদ- কুমার রায়, বাংলা থিয়েটার, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ ২০১৯।

৮. গোস্বামী, ড. সনাতন (সম্পাদিত),মন্মথ রায়ের কারাগার, প্রজ্ঞা বিকাশ, পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৩।